



১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
৩০ মে ২০২৬

বাণী

৩০ মে ২০২৬। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক, শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী।

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে তিনি শহিদ হন। বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী অপশক্তির চক্রান্তে সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্য তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্রের ইতিহাসের মহানায়ক জিয়াউর রহমান মাত্র ৪৫ বছর বেঁচে ছিলেন। তবে এই স্বল্প জীবনের প্রতিটি কর্মে, প্রতিটি দায়িত্বেই তিনি ছিলেন সফল।

বাংলাদেশের জন্ম ইতিহাসের একটি অনিবার্য নাম, জিয়াউর রহমান। রণাঙ্গনে যেমন ছিলেন একজন সফল অধিনায়ক, তেমনই স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনীতি ও সরকার পরিচালনায়ও ছিলেন সফল রাষ্ট্রনায়ক। সমরে ও শান্তিতে সব ক্ষেত্রেই জিয়াউর রহমান ছিলেন একজন সফল নেতৃত্বের প্রতীক। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাত্র পাঁচ মাসের মাথায় ১৯৭১ সালের ২৮ আগস্ট স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান কুড়িগ্রামের রৌমারীতে একটি স্বাধীন প্রশাসনের উদ্বোধন করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রৌমারীতে স্বাধীন প্রশাসন প্রতিষ্ঠা ছিল স্বাধীনতার জন্য লড়াইরত মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে সাহস ও বীরত্বের এক অনন্য উদাহরণ।

বগুড়া ও কলকাতায় শৈশব-কৈশোর কাটানোর পর ১৯৫৫ সাল থেকে করাচিতে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা হিসেবে জিয়াউর রহমানের কর্মজীবন শুরু হয়। কর্মজীবনে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের শত্রুতা ও বৈষম্যমূলক আচরণ প্রত্যক্ষ করেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি জিয়াউর রহমানের মনকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। সেই ক্ষোভের আগুন জিয়াউর রহমানের তরুণ মনে জ্বলছিল আগুনের ফুলকির মতো।

জিয়াউর রহমানের মনে জমতে থাকা ছাইচাপা বিদ্রোহের আগুন তাঁকে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তোলে। এ কারণেই, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পাক হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালালে নিজের করণীয় নির্ধারণে জিয়াউর রহমানকে সিদ্ধান্ত নিতে বেগ পেতে হয়নি- সময়ক্ষেপণ করতে হয়নি এক মুহূর্তও।

২৬ মার্চের প্রথম প্রহরেই পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে বাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন তৎকালীন অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমান। শহিদ জিয়া নিজেই একটি নিবন্ধে লিখেছেন, "তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ সাল। রক্ত অক্ষরে বাঙালির হৃদয়ে লেখা একটি দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে। স্মরণ রাখতে ভালোবাসবে। এই দিনটিকে তারা কোনোদিন ভুলবে না। কো-নো-দি-ন না।"

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা'য় ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ ক্রোড়পত্র 'একটি জাতির জন্ম' শিরোনামে জিয়াউর রহমানের লেখা নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল। একই লেখা অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রায় ১৯৭৪ সালে পুনঃপ্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য জিয়াউর রহমান কীভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন, কোন প্রেক্ষাপটে তিনি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন, তার



প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

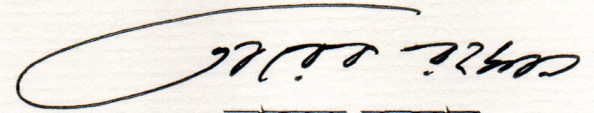
বিস্তারিত বর্ণনাও ওই নিবন্ধে রয়েছে। শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের লেখা এই নিবন্ধটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের এক অনন্য দলিল।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের মধ্যে ক্ষমতা দখলের সশস্ত্র লড়াইয়ে দেশে এক নৈরাজ্যিক পরিষ্টি তৈরি হয়। খুন, গুম, অপহরণ, দুর্নীতি, লুটপাট ও সন্ত্রাস সদ্য স্বাধীন দেশের স্বাভাবিক চিত্রে পরিণত হয়েছিল। নৃতাত্তিক জনগোষ্ঠীকে জোর করে বাঙালি বানাতে গিয়ে তাদের মনে অবিশ্বাস ও অনৈক্যের বীজ বপন করা হয়েছিল। এমন অদূরদর্শী পরিষ্টি, বিরোধ-বিবাদ, হিংসা-হানাহানি ও নৈরাজ্য থেকে দেশকে বের করে এনে সব দল, মত, ধর্ম, বর্ণ, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, সংশয়বাদী কিংবা নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির নৃগোষ্ঠীসহ সবাইকে নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দিয়েছিলেন তাঁর যুগান্তকারী রাজনৈতিক দর্শন, 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ'।

জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বেই সুসংহত হয়েছিল দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব। দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশ হয়েছিল নৈরাজ্যমুক্ত। রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জনগণ ফিরে পেয়েছিল বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ভোটাধিকার। দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আইনের শাসন। বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রিয় ও গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণের কাছে আজও শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নাম পরম শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হয়।

এ দেশের স্বাধীনতার ঘোষককে জানতে হলে, বুঝতে হলে কারও সঙ্গে তুলনা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। জিয়াউর রহমান মানেই একটি স্বনির্ভর, আত্মমর্যাদাশীল ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া ইতিহাসের পাতায় অবিনশ্বর। তিনি বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন তাঁর কর্মের মাধ্যমে। তিনি জনগণের হৃদয়ে ভাস্বর—গর্জনে নয়, অর্জনে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, মহান রাষ্ট্রনায়ক শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকীতে আমি আল্লাহর দরবারে তাঁর মাগফিরাত কামনা করছি।


তারেক রহমান